The New Nation 15 JUL 2017

State banks get 12 new DMDs

Economic Reporter

The government has promoted 12 general managers (GMs) to deputy managing directors and appointed them to different state-owned banks and financial institutions with a view to bringing dynamism to the banking sector.

The newly promoted deputy managing directors (DMDs) were holding positions as general managers at different state banks.

The Ministry of Finance issued the promotion order through a circular issued on Tuesday, directing the bank authorities concerned to make these promotions effective immediately.

"The newly promoted DMDs will hold the posts till further notice," said the circular signed by the ministry's Deputy Secretary Md Matiur Rahman.

According to the circular, Abdul Majid Sheikh, GM of Rupali Bank has been appointed as DMD to Rupali Bank followed by Syed Ashraf Ul Alam from Sonali Bank to Sonali Bank, Bishnu Pada Chowdhury from Rupali Bank to Rupali Bank, Md Foroz Ali of Janata Bank to Janata Bank, Tazrina Ferdousi of Agrani Bank to Bangladesh Krishi Bank, Md Nuruzzaman of Rupali Bnak to Bangladesh Krishi Bank, AKM Hamidur Rahman of Bangladesh Development Bank to Bangladesh Development Bank, Kazi Alamgir of Agrani Bank to Karmasangsthan Bank, Pankaj Roy Chowdhury of Agrani Bnak to Bangladesh Development Bank, Md Yusuf Ali of Agrani Bank to Sonali Bnak, Md Showkat Osman from Agrani Bank to Sonali Bank and Md Mosaddek Ul Alam of Janata Bank to the Investment Corporation of Bangladesh.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

দৈনিক সংবাদের খবর

তারিখ ঃ 16 JUL 2017

এক দশকে রাষ্ট্রীয় ৮ ব্যাংকের ৯ হাজার কোটি টাকার সুদ মওকুফ

আসাদুল্লাহিল গালিব ■

দেশের ব্যাংকিং খাতে ঋণ অনিয়ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদ মওকুফেরও হিড়িক পড়েছে। গত এক দশকের হিসাবে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় খাতের ৮ বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক ৯ হাজার ২৮৫ কোটি টাকার সুদ মওকুফ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০ সালে সুদ মওকুফের হিড়িক শুরু হয়। ওই বছরে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো সুদ মওকুফ করে ২ হাজার ১০৬ কোটি টাকার। পরের বছর ২০১১ সালেও ২ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকার সুদ মওকুফের ঘটনা ঘটে। সে তুলনায় ২০১৬ সালে সুদ মওকুফ অর্ধেকে নেমে আসে।

এ বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. মুস্তাফিজুর রহমান সকালের খবরকে বলেন, যারা সুদ মওকুফের সুবিধা নিয়েছেন, তাদের বড় অংশই ঋণ নেওয়ার সময় নিয়ম মানেননি। এছাড়া রাজনৈতিক প্রভাব, পরিচালকদের প্রভাব ও ব্যাংকের শীর্ষ পদে থাকা অনেকের প্রভাবেও সুদ মওকুফের ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, এভাবে কিছু মানুষ সুদ মওকুফের সুবিধা পেলে অন্য যারা নিয়মিত ঋণের টাকা পরিশোধ করেন তারাও ঋণের টাকা ফেরত দিতে অনীহা দেখাবেন। বিভিন্নভাবে মওকুফের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এতে ব্যাংকগুলোতে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

ব্যাংকগুলো মূলত ২০০৬ সালে জারিকৃত অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সুদ মওকুফ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ ব্যাংক সুদ মওকুফে কস্ট অব ফান্ড শিথিল করে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

এক দশকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওই পরিপত্রে ব্যবসার দুর্দশাজনিত কারণে সুদ মওকুফের বিধান থাকলেও অন্য কারণ দেখিয়েও সুদ মওকুফ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, এক দশকে সোনালী ব্যাংক ২ হাজার ৪৪৬ কোটি, জনতা ব্যাংক ৩ হাজার ৩৩৫ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ১ হাজার ৯৮৪ কোটি, রূপালী ব্যাংক ৭১৫ কোটি, বেসিক ব্যাংক ৬৮ কোটি ৫৬ লাখ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৪৩ কোটি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ৩৮৬ কোটি ৪৭ লাখ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৯৭ কোটি টাকার সুদ মওকুফ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ঋণ কেলেঙ্কারিসহ অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এতে ডিসেম্বর-২০১৭ শেষে সরকারি ব্যাংকগুলোর প্রকৃত লোকসান দাঁড়িয়েছে ৫১১ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এর মধ্যেও ব্যাংকগুলোতে সুদ মওকুফের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এতে ব্যাংকগুলোর যেমন আয় কমছে, তেমনি বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও পিছিয়ে পড়ছে।

তথ্যে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বিগত ৫ বছরে সুদ মওকুফ করেছে ৩ হাজার ২০৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১২ সালে মওকুফ করা হয়েছে ৯৯৬ কোটি ৭৫ লাখ, ২০১৩ সালে ৫১৮ কোটি ৬৪ লাখ, ২০১৪ সালে ৫৬২ কোটি ৯৫ লাখ, ২০১৫ সালে ৭৪৩ কোটি ৬০ লাখ এবং ২০১৬ সালে ৪০৮ কোটি ৫ লাখ টাকার সুদ মওকুফ করা হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ভোরের কাগজ

তারিখ ঃ 15 JUL 2017

৫ বছরে সুদ কমেছে ৭ শতাংশেরও বেশি

বিপাকে সঞ্চয়নির্ভর পরিবারগুলো

মরিয়ম সেঁজুতি : ধারাবাহিকভাবে ব্যাংক আমানতের সুদের হার কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে সঞ্চয়নির্ভর পরিবারগুলো। বিশেষ করে যারা এককালীন নয়, প্রতি মাসেই উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় প্রকল্পের নামে জমা করেন ব্যাংকে। গ্রাহকদের এসব আমানতের বিপরীতে সুদের হার কমতে কমতে এখন ৫ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় সাড়ে ৫ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরে ব্যাংকে রাখা টাকার ক্রয়ক্ষমতা যতটুকু কমছে সে পরিমাণ সুদও পাচ্ছেন না আমানতকারী। যদিও পাঁচ বছর আগে ২০১২ সালে আমানতের ওপর সুদ ছিল সাড়ে ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। ওই সময় গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ শতাংশের ঘরে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত মে মাস শেষে ব্যাংকিং খাতের আমানতের গড় সুদের হার ৪ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমে গেছে। গত বছর মে মাস শেষে আমানতের গড় সুদহার ছিল পাঁচ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আর তার আগের বছর ছিল ৬ দশমিক ৯৯ শতাংশ। ২০১৪ সালে ছিল ৮ দশমিক ১ ও ২০১৩ সালে ছিল ৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র বলছে, ব্যাংকের হাতে ঋণ দেয়ার মতো পর্যাপ্ত তহবিল রয়েছে। তবে কাঙ্ক্ষিত হারে বিনিয়োগ না হওয়ায় নতুন করে আমানত নিতে উৎসাহ পাচ্ছে না ব্যাংকগুলো। এ কারণে ব্যাংকগুলো আমানতের সুদহার কমিয়ে দিয়েছে। উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি বিভিন্ন বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ করছে ব্যাংক। সংশ্লিষ্টরা জানান, অনেকেই নিরুপায় হয়ে সঞ্চয়পত্র ও শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করছেন। তাদের জন্য দরকার মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প বা এসডিপিএস। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড। সেখানে সুদের হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও ২৫ শতাংশের (মূল বেতনের) বেশি রাখা যায় না।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে মোট আমানতের বড় অংশই রয়েছে ব্যাংকিং খাতের। এর বাইরে সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পে আছে ১৫ শতাংশ। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে আছে ১ শতাংশেরও কম। ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি এফডিআর, যা মোট আমানতের ৫১ দশমিক ৩১ শতাংশ। এরপরই রয়েছে সঞ্চয়ী আমানত ১৮ দশমিক ১৪ শতাংশ, চলতি হিসাবে আছে ৮ শতাংশ, বিশেষ নোটিশ সঞ্চয়ী হিসাবে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ, অনাবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে রয়েছে দশমিক ৯২ শতাংশ। সূত্র জানায়, ব্যাংকের ডিপোজিট প্রিমিয়াম স্কিম (ডিপিএস) থেকে শুরু করে ফিক্সড ডিপোজিট রেট (এফডিআর), সঞ্চয়ী হিসাব প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুদের হার কমেছে রেকর্ড পরিমাণে। এক সময় প্রায় সব ব্যাংকের একটি আকর্ষণীয় 'দ্বিগুণ' এবং তিনগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প ছিল। ওই সব প্রকল্পে মুনাফার হার ১৪ থেকে ১৬ শতাংশের বেশি ছিল। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে। ব্যাংকগুলোয় আরেকটি আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প হচ্ছে 'সুপার বেনিফিট স্কিম'। যা মাসিক উপার্জন প্রকল্প হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে এতে কার্যকর সুদহার ৬ দশমিক ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আগে যা ছিল ১২ শতাংশ।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, মূল্যস্ফীতির চেয়ে আমানতের সুদের হার বেশি থাকা উচিত। না হলে সাধারণ আমানতকারীরা বিপাকে পড়েন। এখন ঠিক তাই হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে সঞ্চয়ের ওপর সুদের হার বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে হবে। খেলাপি ঋণের ধাক্কা সামলিয়ে ব্যাংকের পক্ষে ওপরে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ইব্রাহিম খালেদ বলেন, ঋণ ও আমানতের সুদের হারের ব্যবধান ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশে আনতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ২৫টি ব্যাংকের আমানতের সুদহার ৫ শতাংশের নিচে রয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি বেসরকারি ব্যাংক, ৮টি বিদেশি ব্যাংক এবং ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক রয়েছে। অন্য অধিকাংশ ব্যাংকের আমানতের সুদহারও ৫ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে।

এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি)-এর চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আনিস এ খান বলেন, ব্যাংকগুলোর কাছে এখন অতিরিক্ত তারল্য (নগদ অর্থ) রয়েছে। আবার সরকারও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ধার করছে না। সেজন্য ব্যাংক যদি নতুন করে তারল্য নেয় তাহলে ব্যাংকের লোকসান হবে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা সব সময় চাচ্ছে তাদের কম সুদে ঋণ দেয়ার জন্য। সেটা করতে হলেও কম সুদে আমানত নিতে হবে। তা না হলে কীভাবে দেবে। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংকের কিছু করার নেই বলে জানান তিনি।

দৈনিক বর্তমান
The Daily Bartaman
আমার সংবাদের অনুসারী

15 JUL 2017

দীর্ঘমেয়াদি ফান্ড বিনিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংকে ৭৫ প্রস্তাব

বর্তমান প্রতিবেদক

দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ৭৫টি প্রকল্প প্রস্তাব দিয়েছে রফতানিভিত্তিক কয়েকটি কোম্পানি। বিশ্বব্যাংকের 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট' (এফএসএসপি) এর অধীনে প্রকল্পগুলোতে ৩৫ কোটি ২৯ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রটি জানায়, প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪৩টি প্রস্তাবের ১৯ দশমিক ২৮ কোটি মার্কিন ডলার অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে ৩১টি প্রস্তাবে ১০ কোটি ১ লাখ বিতরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত অবশিষ্ট অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অনুমোদিত মোট ফান্ড থেকে কিছু আংশিক বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও কিছু মেশিনারি আমদানির জন্য বিতরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, যা এলসি খোলার পর বিতরণ করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, আবেদনপত্রগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে পাঠানো হয়; যার মধ্যে তিনটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং ১৬টি বাতিল করেছে বিশ্বব্যাংক।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেডের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল বাতেন চৌধুরী বলেন, আমরা চারটি কোম্পানির ৩ কোটি ৪৬ লাখ মার্কিন ডলারের প্রস্তাব জমা দিয়েছি। এতে ইতোমধ্যে দুটি কোম্পানির ২ কোটি ১ লাখ মার্কিন ডলার ফান্ড অনুমোদন হয়েছে। দেশের উৎপাদন খাতে এফএসএসপির দীর্ঘমেয়াদি এই ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পৃথকভাবে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক; দেশের রফতানিমুখী শিল্পের জন্য ৩১টি ব্যাংকের মাধ্যমে এই ফান্ড বিতরণ করা হবে। মোট টাকার মধ্যে ৩০ কোটি ডলার বিশ্বব্যাংক এবং বাকি অর্থ নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই প্রকল্পের মেয়াদ ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ dailyobserver

তারিখ ঃ 15 JUL 2017

BB asks banks to stand beside flood victims

Staff Correspondent

Bangladesh Bank (BB) asked all commercial banks and non-bank financial institutions to stand beside flood victims and help for their rehabilitation under corporate social responsibility.

In this regard letters were issued to all the scheduled and non-bank financial institutions (NBFIs) on Wednesday that they would extend their helping hands and assist the government for achieving sustainable development goals across the country.

The statement says through letters the BB has requested the banks and NBFIs to provide food, clothes and other essentials.

DHAKA TRIBUNE

Bank law change to prompt new power generation

Asif Showkat Kallol

POWER ■

A Finance Ministry-backed body has asked Bangladesh Bank to examine how Tk20,000 crore can be raised to establish a number of small rental power plants capable of meeting a 3,000MW energy shortfall over the next year.

Officials from the Finance Division told the Dhaka Tribune that the ministry thinks entrepreneurs looking to set up the rental plants may be deterred from taking loans worth more than Tk100 crore from banks by complex legal barriers.

As such the central bank is to submit a report to the government by July 19 on the specific sections of the Bank Company Act that need to be relaxed to raise sufficient capital for 17 or 18 quick rental power plants by March 2018.

Simultaneously, the Power Division will also have to relax its regulations in order for the entrepreneurs to collect funds from local sources.

According to the existing regulations, entrepreneurs must bring in foreign funds to set up the power plants, said the officials. Currently, there are 15 such facilities with a combined capacity to produce 931MW of electricity.

A government committee formed on July 4 is working on finding ways to meet the power generation gap within a year, and made the official request to Bangladesh Bank on Thursday.

At a meeting on June 21, State Minister of Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid asked private banks and BB to provide sufficient capital to private companies that would be awarded the contracts for installing the power plants in nine months.

Possibility of another power price?

Some officials at the Finance Ministry, seeking anonymity, said the price of electricity would increase again if private power generators began to monopolise the market, since the existing generators have significantly contributed to the increase in retail power prices, which has risen by 69% since 2010.

In 2012, the government decided to raise electricity prices after the Bangladesh Power Development Board paid Tk6,000 crore to 20 rental power plants that had the capacity to produce to 1,653MW.

This prompted the Bangladesh Energy Regulatory Commission to increase electricity prices by 69.25%, citing the costs incurred by expensive short-term measures.

In eight phases between March 2010 and September 2015, the prices shot up from Tk3.76 to Tk6.33 per unit.

The Dhaka Tribune has learned that another plan to raise electricity prices is now being considered by the energy regulators. ■